সংবাদ

তারিখ ... 26 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৫... কলাম ... ১-৬

*নরসিংদীর রায়পুরায় বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুলে অতিরিক্ত পাঠদান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রাতে লেখাপড়া করছে শিক্ষার্থীরা* *-সংবাদ*

### রায়পুরা বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল

# শিক্ষার মান বাড়াতে নৈশ পাঠদানে ব্যাপক সাড়া

<ins>সাধন দাস, রায়পুরা (নরসিংদী)</ins>

নরসিংদীর রায়পুরা বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুলে শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত পাঠদান ছাড়াও চলছে বিকেল ৪টা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত অতিরিক্ত পাঠদান কার্যক্রম। যার ফলে বাসা-বাড়িতে ও প্রাইভেট পড়ার ঝামেলা থেকে মুক্ত অভিভাবক মহল। ফলে অতিরিক্ত পাঠদানের বিষয়টি অভিভাবক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

জানা গেছে, ২০০৬ সালে তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সভপাতি মোঃ শাহ আলমের একান্ত প্রচেষ্টায় উপজেলা পরিষদের ৩৩ শতাংশ জমি নিয়ে রেল লাইনের পাশে মনোরম পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত হয় উপজেলা পরিষদ বিদ্যানিকেতন। ৬ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা ও ৭০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে আনুষ্ঠানিক যাত্রা করে প্রতিষ্ঠানটি। পরে ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে বর্তমান নির্বাহী কর্মকর্তা ও স্কুলের সভাপতি মোঃ আব্দুল মতিনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে "উপজেলা পরিষদ বিদ্যানিকেতন" নাম পরিবর্তন করে "উপজেলা বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল" এ রূপান্তরিত করেন। পাশাপাশি স্কুলের অবকাঠামো, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস, পরীক্ষার ফল, স্কুলের নান্দনিক ফুলের বাগান স্থাপনসহ প্রতিষ্ঠানের চারপাশে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। বর্তমানে প্রায় ৪শ শিক্ষার্থীর পাঠদানের জন্য রয়েছে ১৪ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মোঃ রফিকুল ইসলামের নিরলস পরিশ্রমে বর্তমানে দুই শিফটে পরিচালিত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। নিয়মিত পাঠদান শেষে বিকেল ৪টা থেকে মাঝখানে বিরতিসহ রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত চলে ৫ম শ্রেণীর ৫৬ শিক্ষার্থীর অতিরিক্ত পাঠদান কার্যক্রম। যার ফলে বাসা-বাড়িতে ও প্রাইভেট পড়ার প্রয়োজন না হওয়ায় অভিভাবক মহলের বিষয়টি ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুলের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল মতিন বলেন, প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছরই প্রাথমিক সমাপনীতে ফলাফলে শতভাগ পাসসহ উপজেলার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আসছে।